নববর্ষের নারীবলি

বাংলায় এখনো বর্ষা-বানের খাল-বিল-ঝিলে উচ্ছল গ্রামের বাচ্চারা, এখনো ঝোপ-ঝাড়ে অজস্র নামহীন ফুল, বাড়ন্ত জলকলমীর ফাঁকে উৎকণ্ঠ ডাহুকের ডুব। এখনো ফাগুন-চৈতে আম্রমুকুলের সুগন্ধী বাতাস- এখনো তালশাঁস আর খেজুর রসের লোভী নিশাচর গ্রাম্য বালক। জাতির এ আনন্দ কাড়ে কে? এখনো লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবী আর বাসন্তী বা লাল-পাড় সাদা-শাড়ীর অলংকার, এখনো ফি' বছর নির্ভুল নববর্ষের উৎসবে সাজ সাজ সাজ। আজ নববর্ষ, রমনার বেদীমূল থেকে শুরু করে তেরো কোটি বাংলাদেশীর শিরা উপশিরায় আজ উৎসবের প্লাবন।

একজন ছাড়া।

ওই একজন নিরপরাধিনী, যার চোখ আজ অবিশ্বাসে আর আতংকে বিস্ফারিত। ওই একজন যার আজ সরে গেছে মাথার ওপর ছাদ আর পায়ের নীচে মাটি, কোন জায়গা নেই থাকবার কিংবা যাবার। আছে শুধু নিকষ অন্ধকারে ঊর্ধশ্বাসে গন্তব্যহীন ছুটে পালানো। ওই একজনের দ্বারে এসে ব্যর্থ ফিরে গেছে নববর্ষের উৎসব কারণ বাঘের তাড়া খাওয়া আতংকিত মা-হরিণীর মত বাচ্চাদের কোলে-কাঁখে নিয়ে সে ঊর্ধশ্বাসে ছুটেছে এক কেয়ামত থেকে আরেক কেয়ামতের দিকে, - সামনে তার অনাহার-অনাশ্রয়-দেহবিক্রয়, পেছনে তার মৃত্যু। কি করতেন যদি সে আপনার আপন ছোট বোন হত?

ভোরের কাগজ

১৪ এপ্রিল ২০০৫, ১ বৈশাখ ১৪১২

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ একই গ্রামের আমজাদ গত ৩১ মার্চ গভীর রাতে ঐ বিধবাকে ধর্ষণ করে। এ সময় আমজাদ হাতেনাতে ধরা পড়ে। ইউপি সদস্য নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বৈঠকে সাবেক চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন, সরোয়ার, আঃ রশিদ মাস্টার, ইসমাইল মণ্ডল, ফজল প্রমাণিক, মিজান মেম্বার, নজরুলসহ ধর্ষণ ঘটনার রায় ঘোষণা করেন। রায়ে ধর্ষণের সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং ধর্ষিতা ও ধর্ষক আমজাদ উভয়কে ১০ হাজার করে ২০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়। ধর্ষিতা জরিমানার অর্থ না দিলে সমাজে বন্ধসহ মাথার চুল কেটে ঘোল ঢেলে দিয়ে এলাকায় ঘোরানোর প্রকাশ্য ঘোষণা দেওয়া হয়। রায় কমিটির ঘোষণা মতে আগামীকাল শুক্রবার (আদায়কৃত) জরিমানার অর্থ দিয়ে প্রভাবশালীরা ভূরিভোজ করবে এবং প্রকাশ্যে ধর্ষিতা ও ধর্ষককে ১০১ ঘা করে দোররা মারার ঘোষণা দেওয়া হয়। ফতোয়াবাজ ও সমাজপতিদের এ ঘোষণায় ধর্ষিতা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। মামলা না করার হুমকি দেওয়ায় সে মামলা করতেও সাহস করেনি। প্রভাবশালীদের জরিমানার অর্থ জোগাতে ব্যর্থ ও ১০১ ঘা দোররার ভয়ে ধর্ষিতা পালিয়ে গেছে। একাধিক মানুষ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে। এ ব্যাপারে সলঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে মোবাইলে ঘটনা জানতে চাইলে তিনি ধর্ষণের কথা এবং বিচারের কথা স্বীকার করে বলেন, বাদী না থাকায় মামলা হয়নি।

****

কার কাছ থেকে পালাচ্ছে হতভাগিনী, ইসলামের কাছে থেকে না শারিয়ার কাছ থেকে? কে দেবে তাকে আশ্রয়, ইসলাম নাকি শারিয়া? এটাই তো প্রথম নয়, এর আগেও তো এমন হয়েছে - দেশময় প্রচারও হয়েছে। কি লাভ হয়েছে তাতে? পড়েছে কি কোন অদৃশ্য বেত্রাঘাত আমাদের বিবেকে, আমাদের ইসলামি চেতনায়?

- ৩০শে আগষ্ট, ২০০২:- মানিকগঞ্জ জেলার গাড়পাড়া ইউনিয়নের তেঘুরি গ্রামে ১৩ বছর বয়সের হতভাগিনী ধর্ষিতাকে ফতোয়ার ভিত্তিতে স্থানীয় বর্ষিয়ান ব্যক্তিগন ধর্ষক এবং ধর্ষিতা দুইজনকেই জুতা দ্বারা প্রহার করিতে করিতে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দেয়।

- ১লা জুলাই, ২০০২ :- সালাঙ্গা থানার চক গোবিন্দপুর গ্রামে হাফিজুর চার-পাঁচ জন সঙ্গীসহ বিশ বছর বয়স্কা স্বামী-পরিত্যাক্তা জয়গুনকে জোরপুর্বক উঠাইয়া নেয় এবং বার দিন ধরিয়া ক্রমাগত ধর্ষণ করে। সালিসী সভায় মওলানা আবদুল মান্নান এবং গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ ফতোয়া দ্বারা ধর্ষিতা জয়গুন বিবিকে আশীটি বেত্রাঘাত, এবং ধর্ষণকারী হাফিজুর রহমানকে আশীটি বেত্রাঘাত ও দশ হাজার টাকা জরিমানা করে।

- ১৫-ই মার্চ ২০০২। চান্দাইকোনা ইউনিয়নের ঐখোলা গ্রামের এক দিনমজুরের দুই কিশোরী কন্যা (১০ ও ১২ বছর) প্রায় এক বছর আগে শ্লীলতাহানীর শিকার হয়। সালিসী বৈঠকে মাতব্বর আবদুর রহমান খান, আছাব আলী ও তুমরাই দাখিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল মওলানা আবুবকর সিদ্দীক ফতোয়া দিয়ে তাকে ১০১ ঘা দোররা মারার নির্দেশ দেন। সেখানে উপস্থিত জেল হোসেন নামে এক ফতোয়াবাজ দোররা মারা শুরু করে। প্রায় ৫০ দোররা মারার পর ঐ কিশোরী অজ্ঞান হয়ে যায়। পরে তাকে সুস্থ করে বাকি ৫১ দোররা কার্যকর করে নুর ইসলাম নামে আর এক পাষন্ড। এ অবস্থায় ঐ কিশোরী জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকে মাটিতে। বড় বোনের শাস্তি দেবার পর ছোট বোনের শাস্তি নির্ধারণের জন্য আবার বৈঠক শুরু হয়।

- ১০ই জুলাই ২০০৩। গ্রামের মোফাজ্জল মাতব্বরের পুত্র তোফাজ্জল মাতব্বর তিন সন্তানের মা'কে ধর্ষণ করে। ধর্ষক ধরা পড়ে ও সালিসিতে অপরাধ স্বীকার করে। চরমোনাই পীরের মুরীদ আলী খাঁ'র সভাপতিত্বে রায় কার্য্যকর করা হয়, ধর্ষিতাকে ও ধর্ষককে ৪০ জুতোপেটা, আর ধর্ষকের আরো পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা।

এই কি আল্লার আইন? কি জবাব আছে এর? কবে শেষ হবে ইসলামে নামে এ পাশবিকতা?

আমি জানি এ মুহুর্তে কোন এক দুরসম্পর্কের গরীব আত্মীয়ের ভাঙ্গা কুটিরে সে গিয়ে উঠেছে অনাহুত বিরক্তিকর বোঝার মত, কাল সকালেই হয়ত আবার সন্তানদের নিয়ে নামতে হবে অনিশ্চিত পথে। আমি জানি তার কিছু চিন্তা করার শক্তি অবশিষ্ট নেই, তার চোখে ঘুম নেই। আর তার সাথে নিকষ তমসায় কোটি চোখের ঘুম ভাঙ্গাবার নিরলস চেষ্টা করছি আমরাও, জেগে আছি আমরাও। সেই সাথে নিশ্চয় ভাঙ্গাবুক নিয়ে জেগে আছেন আরো অনেক ভক্ত মুসলমান, এখানে ওখানে। মনে মনে তাঁরা শিউরে উঠছেন,- এ কি সর্বনাশ হল? কোন সে অভিশাপ আল্লা-রসুল-কোরাণ আর ইসলামকে এই নিরপরাধিনীর সামনে অপরাধীর মত দাঁড় করিয়ে দিল? .... লা-ইলাহা ইল্লাহু আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জ্বালেমীন - হে আল্লাহ জালিমের হাত থেকে বাঁচাও!

কিন্তু আল্লাহ বাঁচান না কারণ সামাজিক সমস্যায় প্রচেষ্টাহীন প্রার্থনা তাঁকে শুধু বিরক্তই করে। কোথায় প্রচেষ্টা এ জালিমকে চিনে নেবার, তাকে প্রতিরোধ করার? কেন কেউ প্রশ্ন করছে না কোথায় সে ধর্ষিতা জননী এখন? কেন কেউ প্রশ্ন করছে না ইসলামের গালে কে কেন এমন চপেটাঘাত করল? বারো কোটি মুসলমানের একজনও বেঁচে নেই কোথাও? কোথায় বিশাল বিপুল জামাতে ইসলামি? কোথায় ইসলামি ঐক্যজোট, কোথায় ৪৩টা ইসলামী সংগঠন, কোথায় ইসলামী এন-জি-ও গুলো? কোথায় দেশের পঞ্চাশ হাজার মাদ্রাসা আর দু'লক্ষ মসজিদ?

না, কোথাও কেউ নেই। কারো বুকে ধুকধুক করে না কোন হৃৎপিন্ড, ছাব্বিশ কোটি চোখে নেমে এসেছে অমাবস্যার অন্ধতামস, শুধুমাত্র সরকারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। নানান বাহানায় হাজারো উল্লাস হবে কিন্তু

ইসলামের নামে এই নরবলির বিরুদ্ধে কোথাও কেউ নেই। কারণ, ‘‘আ-রে, - ওটা তো অজ্ঞ মোল্লার অপকর্ম, ওটা তো শারিয়ার অপপ্রয়োগ!’’

তাই? শারিয়ার অপপ্রয়োগ? তাহলে সে ‘‘অজ্ঞ’’ মোল্লার হাত থেকে এই ‘‘অপপ্রয়োগ’’টা কেড়ে নেয়া হচ্ছে না কেন? হাইকোর্ট যখন ফতোয়াবাজীর বিরুদ্ধে (ফতোয়ার বিরুদ্ধে নয়, যদিও ওটাই হতে হবে) রায় দিল তখন ওই বিচারকদেরই কোন ক্রিমিন্যাল কেন ‘‘মুরতাদ’’ ঘোষনা করল? আসল শারিয়ার আইনটা কি? সেটা পাকিস্তানের শারিয়া আইন ১৯৭৯-এর নং ধারা ৭, ২০০০-এর ধারা ২০ দ্বারা সংশোধিত। জামাতেপিছলামি ডট কম (JamatePislami.com) ওয়েবসাইটের ‘‘পাথর’’ নিবন্ধে সংশ্লিষ্ট অনেক আইনের উদ্ধৃতি আছে। শারিয়া মোতাবেক যেহেতু জ্বেনা এবং ধর্ষণ প্রমাণ করতে চারজন বয়স্ক চরিত্রবান মুসলিমের চাক্ষুষ সাক্ষী লাগে, তাই এসব ধর্ষণকে ‘‘ধর্ষণ’’ হিসেবে আইনতঃ প্রমাণ করা যায় না, কিন্তু ধর্ষকের স্বীকারোক্তি বা হাতে নাতে ধরা পড়ার ফলে ‘‘অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক’’-এর ‘‘অপরাধ’’ প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর, - বালিকা বা বিধবা ধর্ষিতাদেরকে ‘‘অবিবাহিতা’’ ধরে ধর্ষকের সমান অপরাধী ধরে এই আইন প্রয়োগ করে ফতোয়াবাজেরা। কাজেই তথাকথিত ‘‘অজ্ঞ মোল্লার অপকর্ম’’ বলে মুখ লুকোলে অন্যায়ের প্রশ্রয় ও ইসলামের বদনাম প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববাসীর চোখের সামনে একের পর এক ইসলামের নামে নরবলির পরে ইসলাম ন্যায়ের ধর্ম, এ দাবী হাস্যকর ও অর্থহীন।

‘‘এই আইন অত্যন্ত অন্যায় এবং লিঙ্গের ব্যাপারে ভারসাম্যহীন। ইহা পরকীয়া ও ধর্ষনকে একই চোখে দেখে’’- Dr Farzana Bari, Acting Director, Centre for Women's Studies, Quaid-e-Azam University, Islamabad.-The News, Karachi, Pakistan on Tuesday May 14, 2002.

১লা বৈশাখ, ৩৫ মুক্তিসন (২০০৫)